এক মর্মান্তকি ঘটনা

অভিজিৎ ভৌমিক
নবম শ্রেণী

আজ থেকে দুই তিন বৎসর আগের কথা। পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা জেলার কাঁচরাপাড়া নামক স্থানে বাস করত একটি ছোট পরিবার। সেই পরিবারে বাপি ও মানিক নামে দুইটি ছেলে ছিল। বাপিছিল বড় ও মানিক ছিল ছোট। বাপি ছিল খুব ধীর স্থির ও শান্ত প্রকৃতির কিন্তু মানিক ছিল তার উল্টো খুব দুষ্টু ও দুঃ সাহসী। সে গুরুজনদের কথা একেবারে শুনত না। বাপি ও মানিক কাঁচরাপাড়ারই এক স্কুলে পড়ত। রোজ তারা হেঁটেই স্কুলে যেত। কিন্তু একদিন মানিক জেদ ধরল যে সে সাইকেল নিয়ে স্কুলে যাবে। তার বাবা-মা তাকে অনেক বুঝান সত্বেও সে বাবা—মার কথা না শুনে সাইকেল নিয়ে স্কুলে রওনা হল। তার ঘর থেকে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ একটা কিসের আর্তনাদ চীৎকার তার মার কানে ভেসে উঠল এবং এক আজানা অশঙ্কায় তার বুককেঁপে উঠল, তিনি ছুটে ঘরের বাইরে বেড়িয়ে এলেন এবং দেখলেন কয়েক-জন লোক রক্তাক্ত দেহনিয়ে তাদের বাড়ীর দিকেই আসছে। তিনি ছুটে দেহটির কাছে গিয়ে মানিককে দেখে জ্ঞান হারিয়ে পরে গেলেন।

মানিক সাইকেল নিয়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে একটু তাড়াতাড়িই যাচ্ছিল স্কুলের দিকে কিন্তু স্কুলে তার আর যাওয়া হল না, পিছন থেকে এক দৈত্যের মত ট্রাক এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে তার জীবন দীপ এক নিমিষে নিভিয়ে দিল। এইভাবে বাবা-মার কথা না শুনে সে অকালেই প্রাণ হারাল।

★

"কোন কার জগতর কোন কার ভাল বাসার
চোখের দেখা দুদিনের
সসীমের রূপ তৃষ্ণা অসীমেতে ডুবে যাবে
ঝড়ে গেলে ডাল ভাল বাসার।"

চট্টো পাধ্যায়